৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা,৩০ জৈষ্ঠ – ০৫ আষাঢ়, ১৪২৭ ঃ ১৩ জুন – ১৯ জুন, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 32, 13 Jun - 19 Jun, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : লোকাল ট্রেন-মেট্রো না চললেও পথে নেমেছে সরকারি

বাস। কিন্তু বেসরকারি বাস চলার অনিশ্চয়তায় হয়রান হচ্ছেন সাধারণ অফিস যাত্রীরা। ভাড়া নিয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় আরও কমে গেল বেসরকারি বাসের সংখ্যা।

রবিবার : করোনা সংক্রমণে ইতালিকে পেরিয়ে গেল ভারত।

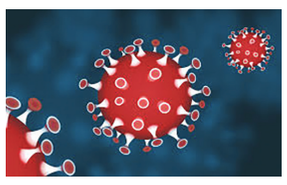

যদিও সুস্থ হওয়ার হার এখনও স্বস্তি দিচ্ছে সরকারকে। আনলক ঘোষণার পর প্রতিদিন বাড়ছে সংক্রমণ, মৃত্যু। কিভাবে সংক্রমণ রোখা সম্ভব হবে তা ভেবে পাচ্ছে না সরকার।

সোমবার : আগামী জুলাইতেও খুলবে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চরম

অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে ৩৩ কোটি পড়ুয়ার। আপাতত সরকার জানিয়েছে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত স্কুল কলেজ খোলার কোনও সম্ভাবনা নেই। রাজ্য অবশ্য জানিয়েছে স্কুল খুলবে জুলাইয়ের পর।

মঙ্গলবার : করোনা আবহে কপাল খুলেছে সাইকেলের।

সাইকেলের জন্য আলাদা পথের দাবি এতদিন উপেক্ষিত থাকলেও এবার 'সাইকেল বে'র সন্ধান করছে পুলিশ। কারণ সংক্রমণের আশঙ্কা এই দুচাকার যানে নেই বললেই চলে।

বুধবার : করোনা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক কর্মসূচির ডিজিটাল

সংস্করণ দেখাল বিজেপি। অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভার্চুয়াল সভায় সাড়া ফেলে দিলেন বঙ্গে। সামিল করেছেন কোটি কোটি বঙ্গবাসীকে। এবার হয়ত অন্যরাও এই পথে হাঁটতে শুরু করবে।

বৃহস্পতিবার : দশটা-সাড়ে পাঁচটার ডিউটি টাইম থাকলেও

সার্ভিস রুল অনুযায়ী সরকারি কর্মীরা জনগণের স্বার্থে সর্বক্ষণের জন্য নিয়োজিত। এবার করোনার ভয় দুটো শিফটে ভাগ করে দিল তাদের। সরকার জানিয়ে দিয়েছে পরিবহন হয়রানি কমাতে তারা দুভাগে অফিসে কাজ করবেন।

শুক্রবার : তামিলনাড়ুতে মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির

জন্য কোটার আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে সংরক্ষণ কোনও মৌলিক অধিকার নয়। এর আগেও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণকে মৌলিক অধিকার বলে মানতে চায়নি শীর্ষ আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আয়লা থেকে আমফান : এক ব্যর্থ জীবনের সময়পথ

নদীবাঁধ রহস্যে হতবাক মন্ত্রীও

ওঙ্কার মিত্র : গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অসংখ্য ছোট-বড় নদী আর খাঁড়ি দিয়ে ঘেরা বাদাজঙ্গলের (ম্যানগ্রোভ) গহন অরণ্য যদি সুন্দরবনের প্রথম রহস্য হয়, তাহলে দ্বিতীয় রহস্য নিশ্চিতভাবেই তার নদীবাঁধ। প্রকৃতি যেমন তার আপন খেয়ালে অকৃপণ দানে সুন্দরবনকে গড়েছেন, তেমনই মানুষ তার জীবন-জীবিকার তাগিদে মাটি দিয়ে গড়ে তুলেছে ৩৫০০ কিলোমিটারের নদীবাঁধ। মধু, কাঠ, বণ্যপ্রাণী, অফুরন্ত মৎস্যভাণ্ডার আহরণে বহু কষ্ট সহ্য করে স্রেফ এই নদীবাঁধের ভরসায় দেড় শতাব্দী ধরে ১০২টি ছোট-বড় দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে বসত গড়ে তুলেছে মানুষ। তাই নদীবাঁধ সুন্দরবনবাসীর জীবনের নিত্যসঙ্গী। বহুবার প্রকৃতি ঝড়-ঝঞ্ঝা-জলোচ্ছ্বাসে ছিন্নভিন্ন করেছে নদীবাঁধ। কিন্তু মানুষ তার জীবিকার অদম্য বাসনায় ফের তাকে গড়ে তুলেছে, কারণ এটাই তাদের বাঁচার আসল রসদ। যতদিন সুন্দরবন থাকবে, থাকবে তার সম্পদ ততদিন প্রকৃতি-মানুষে এ লড়াই চলছে চলবে।

সুন্দরবনের দুর্ভাগা নদীবাঁধ

আয়লা	আমফান
ধুয়ে গিয়েছিল ৫০০ কিলোমিটারের বেশি।	ভেঙে গিয়েছে ২৪৪.৭৩ কিলোমিটার

আগে সুন্দরবনের নদীবাঁধ গড়া থেকে মেরামত সবই করত এসব ভূমিখণ্ডের দখলদার জমিদার, জায়গিরদার'রা তাদের ব্যবসার খাতিরে। পরে ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও হাত লাগিয়েছিলেন বাঁধ রক্ষা থেকে মেরামতির কাজে। জমিদারি প্রথা বিলোপ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সুন্দরবনের নদীবাঁধ রক্ষার দায়িত্ব পড়ে সরকারের কাঁধে। সেই থেকে সুন্দরবনের নদীবাঁধ রক্ষা নিয়ে রহস্য সিরিজের শুরু। মাত্র কয়েকদিন আগে নতুন করে যে রহস্য সামনে এনেছেন প্রাক্তন সেচমন্ত্রী বর্তমানে রাজ্য সরকারের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আমফান দুর্গত এলাকায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে তিনি বলেছেন, বাঁধ রক্ষার দুহাজার কোটি টাকার প্রকল্প তিনি অনুমোদন করে চলে আসা সত্ত্বেও কেন বাঁধের কাজ হল না তা তিনি বুঝতে পারছেন না। রাজীব বাবু কাজের মানুষ, স্পষ্ট কথার মানুষ। সুন্দরবনে অনেক ছোটাছুটি করেছেন। কিন্তু তিনি যে সেচ দফতরের রহস্য বুঝতে পারেন নি তা জলের মতো স্পষ্ট। বিরোধীরা এখন প্রশ্ন করেছেন, রাজীববাবুকে সেচ দফতর থেকে সরানোও কি বাঁধ রহস্যেরই অঙ্গ?

অবশ্য সেচ দফতরে বাঁধ রহস্য নতুন নয়। এই রহস্য সিরিজ রাজনৈতিক পরম্পরার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। একসময় কংগ্রেস-বাম আমলে আলিপুর গোপালনগরের সার্ভে বিল্ডিং-এ অবস্থিত কাকদ্বীপ ইরিগেশন দফতরের দেওয়াল, কড়ি-বরগায় ঘুরে বেড়াত অসংখ্য অভিযোগ। প্রধান অভিযোগ ছিল সারা বছর বসে থেকে ঠিক বর্ষার আগে ইমারজেন্সি টেন্ডারের নামে বেশি রেটে বাঁধের কাজ করানো। চটজলদি এই কাজ বর্ষায় ধুয়ে যেত, ফের তার টেন্ডার হতো। স্থানীয় ছোটখাটো ঠিকাদারদের অভিযোগ ছিল তাদের বাদ দিয়ে মন্ত্রী-আমলাদের পেটোয়া ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করানো হয়। যাতে কাজও ভালো হয় না, এলাকার মানুষ বিপদে পড়ে। এমন রহস্য আরও আছে। ২০০৯ সালের ২৫ মে বিধ্বংসী ঝড় আয়লা ধুয়ে মুছে দিয়েছিল ৫০০ কিলোমিটারের বেশি বাঁধ। ভেঙে গিয়েছিল আরও কয়েকশো কিলোমিটার। সুন্দরবনের বাঁধের অবস্থা দেখে কেঁদে ভাসিয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। রাজ্য সরকার ২০০৯ সালের ১৬ জুলাই ঘোষণা করে সরকার ৫৯৬৩ একর জমি অধিগ্রহণ করে সুন্দরবন এলাকার ৮৩৪ কিমি নদীবাঁধ নতুন করে গড়ে তুলবে। জেলায় জেলায় গঠিত হয় আয়লা ভূমি অধিগ্রহণ দফতর। নিয়োগ হয় বহু কর্মী।

এরপর তিনের পাতায়

ত্রাণের পরিমান বলে দিচ্ছে উন্নয়নের খতিয়ান

শক্তি ধর : আয়লা চলে গিয়েছে ১১ বছর হল। সেই সময়তেও কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে এসেছিল সরেজমিনে দেখতে। ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান বিচার করে রাজ্য সরকার সাহায্য চেয়ে হিসাব পাঠিয়েছিল কেন্দ্রের কাছে। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার চেয়েছিল ১০০০ কোটি। কেন্দ্র মঞ্জুর করেছিল পুরোটাই। বরাদ্দ পেয়ে খুশি ব্যক্ত করেছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। কিন্তু সেসময় খুশি হতে পারেননি তৎকালীন বিরোধী নেত্রী তথা রেলমন্ত্রী ও আজকের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি ছিল টাকা দেওয়া হোক সরাসরি পঞ্চায়েতের হাতে। তিনি পিএম টু ডিএম-এর পক্ষপাতি ছিলেন। অভিযোগ ছিল কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নয়ছয় করবে সিপিএম সহ শাসক দলগুলি।

এর দুবছর পর রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। প্রথম পাঁচ বছরে তেমন ঝড়-ঝঞ্ঝা না পোয়াতে হলেও দ্বিতীয় ইনিংসের শেষবেলায় পরীক্ষা নিয়ে গেল বিধ্বংসী আমফান।

কিসে ক্ষতি	আয়লা	আমফান
বাড়ি	৫৩৫৩০৯ পাকা বাড়ি ৩৫৯৪৭৩ কাঁচা বাড়ি	২৮৫৬০০০ পাকা বাড়ি ১.৪৮ লক্ষ কুঁড়ে ঘর
কৃষি	৪৬.৫০ লক্ষ হেঃ	১৭,০০,০০০ হেঃ
প্রনীসম্পদ	১৬,০৩৭ টি গবাদি পশু	২১.২২ লক্ষ
সেচ (নদীবাঁধ)	৫০০ কিমিঃ	২৪৪.৭৩ কিমিঃ

এরপর তিনের পাতায়

আলিপুরে শোরগোল

কুনাল মালিক : ১১ জুন বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ভবনে হঠাৎই শোরগোল পড়ে যায়। অনেকেই বলতে থাকেন জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খানের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ হয়েছে। তিনি ওই দিন পূর্ত দফতরের ঘরে (ত্রিতলে) কন্ট্রাক্টরদের নিয়ে একটি সভা করছিলেন। সভা চলাকালীনই নাকি ফোন আসে তার কাছে। তারপর খরবটা এবং সেই সঙ্গে জেলা পরিষদ ভবনে আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়ে। জেলা পরিষদের সভাপধিপতি সামিমা সেখ এই প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নয়, ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর খান পূর্ত দফতরের কাজ দেখাশোনা করার সুবাদে একটি সভা করছিলেন। ওনারই করোনা পজিটিভ হয়েছে বলে খবর পেলাম। তড়িঘড়ি জেলা প্রশাসন পুরো ভবনটি স্যানিটাইজ করা শুরু করে দেয়। সূত্রের খবর পরপর তিন দিন স্যানিটাইজ করা হবে। জেলা পরিষদ ও জেলা শাসকের দফতরেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সূত্রের খবর গত সোমবার থেকেই জাহাঙ্গীর খানের নাকি জ্বর ছিল। তার মধ্যেই তাঁকে নানা সভায় উপস্থিত থাকতে হয়েছে। তিনি বজবজ বিধানসভার তৃণমূলের পর্যবেক্ষকও বটে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল সূত্রে জানা যায় তিনি একটি বেসরকারি হাতপাতালে ভর্তি আছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে। সূত্রের খবর যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের অনেকেই হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন। শুক্রবারও জেলা পরিষদ ভবনে উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম ছিল। অবশ্য সরকারিভাবে জাহাঙ্গীর খানের করোনা পজিটিভের রিপোর্ট এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

নোদাখালীতে করোনার থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ জুন আবারও নোদাখালী থানা এলাকার চকবাঁশবেড়িয়া গ্রামে

স্যানিটাইজ করা হচ্ছে এলাকা

আলেয়া বিবি নামে এক মহিলার দেহে করোনা ভাইরাস পজিটিভ হল। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রানী ঘোষ জানান ওই মহিলা ও বাড়ির চার সদস্য ১০ দিন আগে রাজস্থান থেকে নোদাখালীতে আসে। সকলেরই সোয়াব টেস্ট করা হয়েছে। একজনের করোনা পজিটিভ এসেছে। ওই মহিলাকে ওই দিনই এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাড়ির অন্য চার সদস্যকে গৃহ পর্যবেক্ষণে থাকতে বলা হয়েছে। এর আগে ১১ মে নোদাখালী থানা এলাকার কাশীপুর-আলমপুর অঞ্চলে মদন চন্দ্র দে নামে এক ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। যদিও ওই বাড়ির অন্য সদস্যদের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। গত ১১ জুন বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীর উদ্যোগে এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর সহযোগিতায় নোদাখালী থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা স্যানিটাইজ করা হয়। বুচান বাবু বলেন, পঞ্চায়েত সমিতি, নোদাখালী নতুন রাস্তা, নোদাখালী বাজার, থানা, হাসপাতালসহ করোনা আক্রান্ত পরিবারের পাড়াও স্যানিটাইজ করা হয়।

করোনা আক্রান্ত দরিদ্র পরিবারের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন বুচানবাবু। চকবাঁশবেড়িয়া গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা মনোয়ারা বিবি ওই খাদ্য সামগ্রী করোনা আক্রান্ত পরিবারের হাতে তুলে দেন। বুচান ব্যানার্জী বলেন, করোনা আবহেই আমাদের বাঁচতে হবে, তবে মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং সোসাল দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

ফুলশয্যা করলে কাটমানি দিতে হবে -প্রতিবাদী কণ্ঠ মিলন মন্ডল

সুভাষ চন্দ্র দাশ : আগামী দিনে ফুলশয্যা করতেও দিতে হবে কাটমানি।আম্ফান বিধ্বস্ত এলাকায় দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে এমন চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রতিবাদী কণ্ঠ মিলন

মন্ডল।বৃহস্পতিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক অশোক কান্ডারী ও সমাজসেবী মিলন মন্ডল গিয়েছিলেন আম্ফান দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে। গিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার অন্তর্গত রাধাবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিন্তাহরণ বাবুর চক ও জামতলার বিস্তৃর্ণ এলাকায়। ২০ মে সুপার সাইক্লোন আম্ফানের তান্ডবে অসংখ্য গাছপালা,বাড়িঘর,বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। কুলতলি এলাকার প্রত্যন্ত নদী তীরবর্তী অঞ্চল গুলি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসহায় হয়ে পড়েন স্থানীয় আম্ফান বিধ্বস্ত হাজার হাজার পরিবার। পর্যাপ্ত পরিমাণ সরকারি ত্রাণ এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছালেও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় পরিবার গুলোর কাছে ত্রাণ পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে স্থানীয় আম্ফান দুর্গতদের।আম্ফান বিধস্ত অসহায় পরিবার গুলো সমস্তকিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন।কুলতলি ব্লকের ঠাকুরাণ,মাতলা,পিয়ালী,বেলেডোনা নদীর তীরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আম্ফান বিধ্বস্ত অসহায় মানুষের সাথে কথা বলেন সমাজসেবী চিকিৎসক অশোক কান্ডারী

এরপর তিনের পাতায়

ঢোঁক গিললেন মমতা

দল বদলাচ্ছেন শ্রমিকরা

দেবাশিস রায় : করোনা লকডাউনের জেরে কাজ হারানো ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা নিয়ে সোরগোল ভারতীয় রাজনীতিতে অব্যাহত। পায়ে হেঁটে বা পণ্যবাহী গাড়িতে বাড়ি ফিরতে মরিয়া শ্রমিকদের আটকাতে শেষ পর্যন্ত মাঠে নেমেছে রেল। 'শ্রমিক স্পেশাল' মার্কা ট্রেনে করে ফেরানো হচ্ছে শ্রমিকদের। অন্যান্য রাজ্য 'ঘরে ছেলে' ঘরে ফিরিয়ে নিলেও বিমুখ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি এভাবে শ্রমিক পরিবহনে করোনা সংক্রমণ বাড়বে। তিনি বরং আগে শ্রমিকদের না ফেরানোয় পরিকল্পনাবিহীন লকডাউনের জন্য দুষেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। কিন্তু তাতে ট্রেন মারফত শ্রমিক ফেরানো আটকানো যায়নি। আর এতেই বেজায় চটেছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাগের বশে 'শ্রমিক স্পেশালকে' কটাক্ষ করেছেন 'করোনা এক্সপ্রেস' বলে।

নবান্নে বসে কর্তারা যতই প্রমাদ গুনুন না কেন প্রতিদিন রাজ্যে এসে চলেছেন হাজার হাজার শ্রমিক। সঙ্গে রাজ্য সরকারের দিকে ধেয়ে আসছে শ্রমিক দুর্দশার অগুন্তি অভিযোগ। স্টেশনে নেই বিধিসম্মত পরীক্ষার ব্যবস্থা, নেই থার্মাল চেকিং, নেই পর্যাপ্ত পরিবহন। ক্ষুব্ধ শ্রমিকের দলকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে এলে সেখানে নেই খাওয়া-থাকার স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা। দিনের পর দিন সেখানে রীতিমত অমানবিক পরিবেশে দিন কাটাতে হচ্ছে অগণিত শ্রমিককে। নমুনা নিয়ে গেলেও কুড়ি দিনেও মিলছে না রিপোর্ট। একদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অন্যদিকে বাড়ি যাবার অদম্য বাসনা উদ্বেলিত করে তুলেছে বাংলার শ্রমিককুলকে। তাদের যেন একটাই অপরাধ তারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।

এমন একটা পরিস্থিতিকে গত ৯ জুন কাজে লাগালেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ তাঁর ভার্চুয়াল জনসভায়।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলায় ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে অসামান্য দক্ষতায় কাজে লাগালেন মমতা মুখ নিসৃত 'করোনা এক্সপ্রেস' শব্দবন্ধটিকে। এই মন্তব্য যে বাংলার শ্রমিকদের চরম অপমান তা তুলে ধরে বললেন এই করোনা এক্সপ্রেসই বাংলার বাইরে দিয়ে আসবে মমতা দিদিকে। সত্যি কথা বলতে কি এই রাজনৈতিক প্রতিঘাতে এই প্রথম মনে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমতো ঘায়েল হয়েছেন। তিনি নিজে ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয়েছেন। পিছু হটে বলেছেন আমি একথা বলিনি, পাবলিকের কথা তুলে ধরেছি। কিন্তু ফুটেজে তার প্রমাণ হয়নি।

এই ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরানো ও তাদের পরিষেবা নিয়ে তৃণমূল নেত্রী বিপাকে পড়েছেন। বহু শ্রমিক ইতিমধ্যেই তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। জানিয়েছেন এর দাম চোকাতে হবে দলকে। এই ক্ষোভ যে কথার কথা নয় তার প্রমাণ দিল পূর্ব বর্ধমান। ভাতার ব্লকের বামশোর এলাকার অগণিত শ্রমজীবী মানুষ যোগ দিলেন কংগ্রেসে। এরা কৃতজ্ঞতা জানালেন ঘরে ফিরে আসা মানুষের পাশে দাঁড়ানো অধীর চৌধুরীকে। আবার কটোয়া-২ ব্লকের রামদাসপুরে ২০টি শ্রমজীবী পরিবার তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিলেন সিপিএমে। খবরের সূত্র বলছে আরও বহু শ্রমিক তৃণমূল ছাড়ার জন্য তৈরি হয়ে আছেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রবাসী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে নেতিবাচক ভূমিকা বড় ধ্বস নামাতে পারে তৃণমূলের ভোটে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু শ্রমিকদের ভোট চলে যাবে কংগ্রেস ও বামেদের ঝুলিতে। অবশ্য পূর্ব বর্ধমানের তৃণমূল নেতারা একে আমল দিতে নারাজ।

শূন্য থেকে শুরু

পার্থসারথি গুহ : কথায় বলে শূন্য থেকে শুরু। করোনা আবহে এখন সেই শূন্য থেকেই যেন শুরু করতে হচ্ছে মানবজীবনকে। যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল সেই শাশ্বতেই প্রত্যাবর্তন। একটা মহামারী যেন চোখে আঙুল দাদার মতো দেখিয়ে দিচ্ছে সেই আদি রূপ। প্রশ্ন উঠতেই পারে কোভিড অতিমারী তো সমানে ক্ষয়ই করে চলেছে। প্রবহমান মানবজীবনকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিচ্ছে। তাহলে শুরু করার কথা আসছে কোথা থেকে? এক্ষেত্রে বলতে হয়, ' নদীর এক পাড় যেমন ভাঙে। ঠিক তেমনই অপর পাড়টা যে গড়ে ওঠে একথাও তো মাথায় রাখতে হবে।'

করোনাপূর্ব জীবন আর করোনাত্তর যুগের মধ্যে নজর করলেই চোখে পড়বে এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ। আমরা যে কথায় কথায় যানবাহন নিয়ে এত জল্পনা করি তা দিয়েই না হয় গোড়াপত্তন করা যাক। প্রথম যে বাহনের কথা আদম-ইভের আমলে প্রকাশ পেয়েছিল তা নিশ্চিতভাবেই এগারো নম্বর বাহন বা আমাদের দুটি পা। এরপর মানবসমাজে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ যানবাহন এসেছে আমাদের জীবনে। হয়ে উঠেছে মানব জীবনের অঙ্গও বটে। এই মুহূর্তে কোভিড আবহে সেই বাহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রেল বন্ধ থাকায় বিস্তর সমস্যায় পড়তে হয়েছে বা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সেক্ষেত্রে হাতিয়ার হয়ে উঠছে সরকারি বাস, অটো, ক্যাব ইত্যাদি মাধ্যম। কিন্তু, সেক্ষেত্রেও তো বড় রকমের ছুতমার্গ থেকেই যাচ্ছে। আর সেটা হল মানুষের সংস্পর্শে আসার ভয়। যা নিশ্চিতভাবেই করোনার মতো ছোঁয়াচে রোগের আবহে অত্যন্ত ভীতিকর। এর ফলে আমরা একটা ছোট্ট অভিযোজন প্রক্রিয়া সেরে নিচ্ছি। আর সেটা কি? সেটা হচ্ছে নিজেদের আবারও পুরনো সিস্টেমের সঙ্গে রপ্ত করে ফেলা। যাতে সাপও মরবে না, আবার লাঠিও ভাঙবে না।

সাইকেল বা বাইসাইকেল, স্কুটি ইত্যাদির মাধ্যমে এই ছোঁয়াচ বাঁচানো এবং চটপট অফিস বা অন্যান্য কর্মস্থলে পৌঁছানোর কাজটাও সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এ রাজ্য সহ দেশের নানা রাজ্যে সাইকেল বে বা সাইকেল সরণি গড়ে তোলার তোড়জোড় চলছে। ভাবলেই যে সেটা হয়ে যাবে তা নয়। তবে এই ধরনের ভাবনাকে অতিঅবশ্যই সাধুবাদ দিতে হচ্ছে। আর একেই হয়তো বলে সেই শূন্যে ফিরে যাওয়া, যেখান থেকে শুরুটা করেছিলাম আমরা। এই প্রসঙ্গে হয়তো বলা হতে পারে শূন্যে ফেরা বলতে তো সেই পা-গাড়িতে ফিরে যাওয়া। কিন্তু, সময়সাপেক্ষে ধরলে পা-গাড়ির চেয়ে সাইকেল বা স্কুটি অনেক নিরাপদ। এবং দূষণমুক্তও বটে।

এতো গেল বাহন নিয়ে বাকচারিতা। এবার যদি একটু ঘর-গেরস্থালির দিকে চোখ রাখি তাহলে বোঝা যাবে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে মহাবিপ্লব নিয়ে এসেছে কোভিড পরবর্তী জমানা। আর এই আফটার করোনা (এসি) ধাক্কার ফলে আমার ফিরে গিয়েছি সেই সনাতনী খাদ্য খানায়।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৩ জুন – ১৯ জুন, ২০২০

নামকরণের রাজনীতি বন্ধ হোক

নামকরণ নিয়ে রাজনীতি নতুন নয়।বিভিন্ন সময়ে দেশের শাসকরা তাদের পছন্দমতো পরিবার পরিজন, নেতা নেত্রীদের নামে নানা প্রকল্প, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্টেডিয়াম ইত্যাদির নামকরণ করে থাকেন। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অতীতেও দেখা গেছে একটি বিশেষ পরিবারের নামে দেশময় নানা সরকারি পরিকল্পনার নাম। বিদেশের দিকে তাকালে লেনিনগ্রাদ, হো–চি মিন সিটি প্রভৃতির নাম উঠে আসে। শাসক বদলালে আবার নাম পরিবর্তন, তাদের স্ট্যাচু উৎপাটন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে। এটাই বোধহয় ইতিহাসের শিক্ষা। সেই ফাঁদে পা দেয় শাসকরা যুগে যুগে। সম্প্রতি কলকাতা জাহাজ বন্দর একটি অংশের নাম পরিবর্তন করে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। এবং সেই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ফরোয়ার্ড ব্লক দল বিক্ষোভ সমাবেশ করছে। বহু আগেই কলকাতা পোর্টের নামকরণ ছিল নেতাজি সুভাষ ডক বলে। এমন কি প্রয়োজন পড়ল বা বাধ্যবাধকতা দেখা দিল হঠাৎ ওই ডকের একাংশের নাম পরিবর্তনের। এটাও বিস্ময়কর রাজ্যের কোন বুদ্ধিজীবীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে এই বাংলায় শিয়ালদহ অথবা হাওড়া স্টেশনের নামকরণ করা যেত। কোনও আপত্তি উঠত বলে মনে হয় না। সুভাষচন্দ্র শ্যামাপ্রসাদ দুজনেই বাংলার গর্ব। অথচ বর্তমান প্রজন্মের রাজনীতিকরা এটা অনুধাবন করতে কেন ব্যর্থ হলেন তা খুব আশ্চর্যের। নেতাজি যেমন অখন্ড ভারতের সাধনায় 'হারিয়ে' গেলেন তেমনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অখণ্ড ভারতের স্বার্থেই কাশ্মীরে গেলেন এবং রহস্যজনকভাবে 'খুন' হয়ে গেলেন।

কাশ্মীরে এখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা সেখানে বাতিল হয়েছে। অথচ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেদিন রুখে না দাঁড়ালে আজকের পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই থাকত না। শ্যামাপ্রসাদকে সম্মান জানাতে গিয়ে নেতাজি প্রেমীদের ভাবাবেগে আঘাত করা কতটা রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে ঠিক তা বিচার করবে দেশবাসী। ভুল সংশোধন করা যেতেই পারে। শ্যামাপ্রসাদের নামে কোনও রেলওয়ে বন্দর বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যেতেই পারে এবং সে সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে। শুধু শুধু মানুষের ভাবাবেগকে অস্থির করে তোলা রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিজেপির বুদ্ধিজীবী মহলে ভাবার অবকাশ রয়েছে এখনও। উল্লেখ্য, আন্দামান নিকোবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতাজির ভাবনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ না করতে পারলেও অন্য কয়েকটি দ্বীপের নামকরণ যথাযথ করেছেন। কিন্তু সেখানকার সেলুলার জেলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সেখানে অধিকাংশই বীর সাভারকারময়। উল্টো দিকের শহিদ পার্কও বীর সভারকারের নামে। এমনকী আন্দামানের বিমান বন্দরও বীর সভারকারের নামে। আবার অন্যদিকে, একই পথে হেঁটেছিল অতীতের কংগ্রেস সরকার। সেখানে কংগ্রেস নেতা গোবিন্দ বল্লভ পন্থের নামে হাসপাতাল করা হয়েছে জেলের পাশেই। গড়ে তোলা হয়েছে বিরাট বিরাট স্ট্যাচু কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীদের। যাদের কোনও সম্পর্কই ছিল না ওই দ্বীপভূমির সঙ্গে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র পাঁচ

তদেজতি তৈহজতি তদ্ দূরে তদন্তিকে।
তদন্তবস্য সর্বসা তদু সর্বস্যাল্য বাহ্যতঃ।।৪।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাইরে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

বিচার–বুদ্ধিহীন অবস্থার নিন্দা করে বলেছেন যে, মূর্খরাই কেবল তাঁকে মরণশীল ব্যক্তি বলে অনুমান করে উপহাস করে। (গীতা ৯/১১) তিনি মরণশীল ব্যক্তি নন, তেমনই তিনি আমাদের সামনে জড়া প্রকৃতিজাত দেহ নিয়ে আবির্ভূত হন না।

তথাকথিত অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা মনে করেন, ভগবান যখন জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জড়দেহ ধারণ করেন। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির কথা না জেনেই, মূর্খরা ভগবানকে সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করে।

অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন বলে ভগবান যে কোন উপায়েই আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে স্বেচ্ছায় রূপান্তরিত করতে পারেন। অবিশ্বাসীরা তর্ক করে যে, ভগবান স্বয়ং কোন মতেই মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেন না এবং যদি তিনি সক্ষম হন, তবে তিনি জড়া প্রকৃতিজাত রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করলেই এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। এমন কি ভগবান যদি জড়া প্রকৃতির আকর নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিতও হন, তবুও তাঁর পক্ষে সেই জড় শক্তি উভয়েরই উৎস এক, তাই উৎসের ইচ্ছা অনুসারেই শক্তিগুলির যথাযথ ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন, ভগবান মাটি, পাথর কিংবা কাঠের অর্চা–বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারেন। এই সমস্ত শ্রীবিগ্রহ কাঠ, পাথর বা অন্য কোন পদার্থ থেকে প্রকাশিত হলেও তা দেবমূর্তিও নয়, যা অপৌত্তিলিকরা দাবি করেন।

ফেসবুক বার্তা

করোনার ঝাঁকুনি ও শেয়ার বাজারের লম্ফঝম্প

পার্থসারথি গুহ ঃ

করোনা আবহে খাদের ধারে পৌঁছে গিয়েছিল ভারতের শেয়ার বাজার। সেই জায়গা থেকে ফের সাড়ে ১০ হাজারের কাছে উত্তরণ নিঃসন্দেহে নিফটি সূচকের জন্য খুব ভাল খবর। তবে ইতিবাচকতার আনন্দে উৎসাহিত হয়ে আতিশয্য ভাসতে না করছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা, করোনা পরবর্তী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের শেয়ার বাজারও ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তার মানে এই নয়, এখনই বিশাল কিছু ভেবে নিতে হবে। এবং তার বশীভূত হয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কেনা শুরু করতে হবে।

সপ্তাহের শুরুটা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছিল। বড় গ্যাপ আপ নিফটিকে ১০,৩০০ পার করে দিয়েছিল। কিন্তু, সপ্তাহ গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের বাজার থেকে আসা ক্রমাগত খারাপ খবর টেনে নামাল ভারতীয় অর্থবাজারকে। সকালের গ্যাপ আপ যেখানে প্রায় ১৫০ পয়েন্ট বাড়িয়ে ছিল, সেখানে দিনের শেষে সেই উত্থান থেকে ২৫০ পয়েন্ট নিচে এল নিফটি। আগের দিনের ক্লোজিং থেকে নিফটি নিচে এল ১৩০ পয়েন্ট মতো। সেনসেক্সও পড়ল খানিকটা। ফলে এই উথাল–পাতালের মাঝে পড়ে ফের নড়ে গেল লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাস। যা চিন্তায় রাখবে আগামী কিছুদিনের জন্য তো বটেই। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে হিসেবটা কষছেন সেই অনুযায়ী ১০,১০০–১০,৭০০ হল নিফটির গতিপথ। এই ৬০০ পয়েন্টের খেলাটাই চলছে এখন। এর মধ্যে নিফটি ১০,৪০০ থেকে ১০,৩০০ র মধ্যে ভালো একটা সাপোর্ট খুঁজে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই জায়গাটা ভেঙে গেলেই মুশকিল।এমন ঠোক্কর খেয়ে খানিকটা হলেও মুড অফ লগ্নিকারীদের। এই জায়গা থেকে নিজেদের মতো করে ডিম্যাট সাজিয়ে নিতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে অপরিহার্য সব শেয়ার।

আগামী সপ্তাহগুলিতে শেয়ার বাজার কেমন থাকবে তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটে বল ঠিকমতো হবে কিনা সেটাও দেখে নিতে হবে। এখানে ব্যাটে বল হওয়া বলতে বোঝাচ্ছে লগ্নিকারী যে শেয়ার কিনছেন তা ধরার সময়টা ঠিকঠাক হওয়া। এই মুহূর্তে বাজার একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে হয়তো ভাবছেন সব শেয়ারের হালই এখানে ডুবন্ত জাহাজের মতো হয়ে গিয়েছে। এই ভাবনা কিন্তু সব অর্থে সঠিক নয়। কারণ, প।তির জমানাতেও বেশ কিছু শেয়ারের দামে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসলে খারাপ বাজারের মধ্যেও তাদের সময়টা ভালো কাটছে। হয়তো বাজারে তাদের এমন কিছু ইতিবাচক খবর আছে তা ওইসব শেয়ারকে নিচে আসতে দিচ্ছে না।

কারণ, বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্তত পক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

জেলাশাসকের ব্যর্থতার অভিযোগে সোচ্চার সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচবিহার জেলায় করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ানকে অবিলম্বে বদলি করার দাবি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি পাঠালো সিপিআই(এম) কোচবিহার জেলা কমিটি।

এই চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের প্রান্তিক জেলা কোচবিহারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিপন্ন, জেলায় একটি মেডিকেল কলেজ থাকা সত্ত্বেও এই জেলার মানুষ সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। বর্তমানে জেলা জুড়ে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এরই মধ্যে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ানকে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন জেলা সিপিআই(এম)এর নেতারা। কিন্তু তাদের সাথে দেখা করেননি তিনি। জেলাজুড়ে রেশন লুটের প্রতিবাদ সহ সব ধরনের রেশন কার্ডে রেশন দেওয়ার দাবিতে গিয়েছিলেন তারা। কিন্তু তাদের সাথে দেখা করেননি জেলাশাসক। শুধু তাই—ই নয়, জেলায় করোনা টেষ্ট চালু করার দাবি নিয়ে বামফ্রন্টগত ভাবে দেখা করতে যাওয়া হয়েছিল তার সাথে, তখনও দেখা করেননি তিনি। জেলাশাসকের বক্তব্য তিনি কারো সাথে দেখা করেন না। হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে তাকে মেসেজ পাঠাতে বলেন তিনি, অথচ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তার সাথে দেখা করবেন বলে আবেদন জানিয়েছিলেন পার্টি নেতারা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা করেননি কোচবিহারের এই সর্বময় কর্তা। এই চিঠিতে আশঙ্কা করা হয় যে, কোচবিহারের জেলা শাসক জানেনই না এই জেলায় কত পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে থাকেন। যার ফলে প্রায় দেড় লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক জেলায় ফিরে আসার কারণে জেলার ভেঙে পড়া পরিকাঠামোর নগ্ন ছবি উঠে আসে। কোচবিহার জেলার সমস্ত কোয়ারান্টাইন সেন্টারগুলিতে থাকা মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়। আজও সেই ধারা অব্যাহত। চূড়ান্ত অব্যবস্থা কারণে এখানকার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলির আবাসিকরা পালানোর চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ করেছেন এই সেন্টারে থাকা আবাসিক রা। জেলা জুড়ে অপর্যাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছেন সামনের সারিতে থেকে। কিন্তু নেই তাদের কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা, নেই ব্যাপক ভাবে লালারস পরীক্ষার ব্যবস্থা। এই লালারসের নমুনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হলেও ৫০টির বেশি টেস্ট হচ্ছে না এই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। আর একারণেই রিপোর্ট আসতে লেগে যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন। কোচবিহারের পাশের জেলা আলিপুরদুয়ার লালারস পরীক্ষা করার ব্যবস্থা শুরু হলেও এখনো পর্যন্ত কোচবিহার মেডিকেল কলেজে লালারস পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা করতে পারেনি জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক এর দায় এড়াতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে দেখা গেল জেলাশাসকের দপ্তরে জেলার বেশিরভাগ অংশের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা অবস্থানে বসে আছেন, কারণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে কেন বদলি করা হল? সেই প্রশ্নকে সামনে রেখে। যা সত্যিই জেলার ক্ষেত্রে একটি হতাশাজনক ছবি।

এই চিঠির মধ্য দিয়ে সিপিআই(এম) কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, যখন করোনা মোকাবিলায় দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা, ঠিক এই সময় কেন বদলি করা হবে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে? তিনি বলেন, নতুন করে যাকে এই পদে বসানো হচ্ছে, তিনি এই জেলার মানচিত্র বুঝতে বুঝতে জেলা জুড়ে করানোর সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে যাবে হুহু করে। এই পরিস্থিতিতে দায় এড়াতে পারেন না জেলাশাসক। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কে এই পরিস্থিতিতে বদলি করলে জেলার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী দের মনোবল ভেঙে যাবে। এটা কাম্য নয়। তাই স্বাস্থ্য দপ্তরকে স্বাধীনভাবে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করতে দেওয়া হোক এবং জেলার দায়িত্বে থাকা জেলা শাসক যিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ, তাকে এই চিঠির মাধ্যমে জেলা থেকে এসময় বদলি করার অনুরোধ জানান সিপিআই(এম) কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়।

পার্থর মন্তব্যে শোভনের তৃণমূলে ফেরা অনেকটাই কঠিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ সাড়ে আট বছর সময়কালের কলকাতা মহানগরের প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের তৃণমূলে ফেরা অনেকটাই কঠিন করে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাহলে এবার কী মাঠে নামবেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো। তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করলেও, সেভাবে 'ভারতীয় জনতা পার্টি'তে সক্রিয় নন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসংস্থার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। সরকারিভাবে তিনি বিজেপিতে থাকলেও, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে আবার যোগ দিতে পারেন বলে নানা মহলে নানা সময়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। তবে সাম্প্রতিক অতিমারী, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপট রাজ্যের একাংশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার পরেই কলকাতা

মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুত এবং পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। আর তারপরই গোটা ঘটনা নিয়ে কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান প্রশাসকমণ্ডলীর সভাপতি ফিরহাদ হাকিমকে কড়া ভাষায় তুমুল আক্রমণ করেন কলকাতা পুরসংস্থার দীর্ঘদিনের প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি ওই পদে থাকলে কলকাতার এই দুরবস্থা হত না বলে জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সময়কার অতি প্রিয় ভাই কানন। আর শোভন চট্টোপাধ্যায় এই মন্তব্য করার পরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পন ছড়িয়েছিল, তাহলে কী কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান প্রশাসকের বিরোধিতা করে প্রিয় শোভন চট্টোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বার্তা দিলেন যে, তিনি আবার তৃণমূলে কংগ্রেসে ফিরতে চাইছেন।

রাজনৈতিক মহলে, এই ব্যাপারে গুঞ্জন তৈরি হলেও এবার শোভন চট্টোপাধ্যায়ের তৃণমূলে ফেরার রাস্তা একেবারেই বন্ধ করে দিলেন তৃণমূলে মহাসচিব তথা রাজ্যের বিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার শিক্ষামন্ত্রী তথা বেহালা পশ্চিমের প্রায় দীর্ঘ দুই দশকের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ সূত্রের খবর, সম্প্রতি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কিছুদিন আগেকার বিপর্যস্ত কলকাতার মন্তব্য দিয়ে পাল্টা তাকে কটাক্ষ করে পার্থবাবু বলেন, 'শোভন আমফানের পর যে এতো বড়ো বড়ো কথা বললেন, তিনি নিজের বেহালার পর্ণশ্রী স্থিত ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডে এসে অতি পরিচিত ওয়ার্ডবাসীর পাশে না দাঁড়িয়ে কেন ফের লুকিয়ে পড়লেন? তার ওয়ার্ডের ত্রাণ নিয়ে দুর্গত ওয়ার্ডবাসীর সেবায় হাজির হয়েছিলেন তারই সহধর্মিনী রত্না চট্টোপাধ্যায়। রত্নাই স্থানীয় ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের 'ওয়ার্ড কো–অর্ডিনেটরে'র কাজ করছেন গোটা ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে। আর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই কড়া মন্তব্য করার পরেই এখন শোভন চট্টোপাধ্যায়ের তৃণমূলে ফেরার জল্পনায় জল পড়ে গেল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পুর ভোটের তৎপরতা মহামারী আইন শিথিল করার প্রচেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের সঙ্গে এ রাজ্যে লকডাউন শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বকেয়া পুরসভা নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা শুরু করল ১৮, সরোজিনী নাইডু সরণিস্থিত 'রাজ্য নির্বাচন কমিশন'। কোভিড–১৯ রুখতে দেশ জুড়ে জারি থাকা মহামারী আইন শিথিল করে ভোট করানো যায় কী না সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন। খুব তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বর্তমান মতামত জানতে চাওয়া হবে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন, খুব তাড়াতাড়ি চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বর্তমান মতামত জানতে চাওয়া হবে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

চলতি বছরের মার্চে স্বীকৃত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস অনির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সবার সঙ্গে আলোচনার পর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়কালে জনতা কার্ফুর মধ্যে দিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয় লকডাউন পর্ব। ফলে রাজ্যে পুরসভা নির্বাচন নিয়ে আর কোনও রকম অগ্রগতি ঘটেনি, গত আড়াই মাস যাবৎ। লকডাউনের মধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে ওই সব পুরসভায় বসানো হয়েছে এবং হচ্ছে প্রশাসকমণ্ডলী। তারাই এখন ওইসব পুরসভার কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। কিন্তু এভাবে দীর্ঘদিন চলা সম্ভব নয়। তাই কমিশন চাইছে শারদোৎসবের আগে বা পরে প্রয়োজনে মহামারী। আইন শিথিল করে কলকাতা পুরসংস্থাসহ রাজ্যের অন্যান্য পুরসংস্থাগুলিতেও নির্বাচন হয়ে যাক। তাতে এই রকমের পরিস্থিতিতে নির্বাচন করা যাবে কী না সেটা যেমন দেখে নেওয়া যাবে তেমনই বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা নির্বাচনী লড়াইয়ের মাঠও তৈরি করে নেওয়া যাবে। কোথায় কী ধরণের খামতি থাকছে তা দেখে 'রাজ্য নির্বাচন কমিশন' বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিটা করে নিতে পারবে। রাজ্য সরকারকে মহামারি আইন শিথিলতার জন্য চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন চাইছে একটা সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে সব রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নিতে। বিশেষ করে প্রচারের ক্ষেত্রে কতটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে, ভিড় এড়াতে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চায় 'রাজ্য নির্বাচন কমিশন।' এরই পাশাপাশি তারা নির্বাচন কীভাবে হবে তা নিয়েও আলোচনা চালাতে চায়। অর্থাৎ নির্বাচন করে 'ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে' (ইভিএম) না কী 'ব্যালট পেপারে'। যদিও রাজ্য সরকার চায় ভোট থেকে 'ব্যালট পেপারে'। 'রাজ্য নির্বাচন কমিশন' অবশ্য 'ইভিএম বা ভিভিপ্যাট' ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছে বলেই শোনা যাচ্ছে। তবে রাজ্য সরকার 'ব্যালট পেপারের' নির্বাচন চাইলে সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন বিরোধের পথে নাও হাঁটতে পারে।

ত্রাণ নিয়ে তরজায় মন্ত্রী ও সাংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা: মানুষের দুঃসময়ে শুধু ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেই কাটিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামানিক। জেলার বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। শুক্রবার নিজের কোচবিহার শহরের বাড়ির অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন রবীন্দ্রনাথ বাবু। তিনি নিজের বিধানসভা এলাকায় প্রথম থেকেই ত্রাণ নিয়ে মানুষের পাশে ছিলেন তা জানিয়ে করোনা মোকাবিলা, রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেন। সমালোচনা করেন বাম— কংগ্রেসের মতো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিরও।

এরপরেই কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামানিককে ত্রাণের কাজে যেতে বাঁধা দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপির অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বলেন, কাউকে কোথাও বাধা দেওয়া হয় নি। যারা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, তারা নিয়ম মেনে ত্রাণ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু উনি তো কখনও ছবি এঁকে, স্যানিটাইজার বানিয়ে সেগুলোর ভিডিও করেই কাটিয়েছেন। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোষ্ট করেছেন। এগুলো কি কোনও সাংসদের কাজ? তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে ৭ টি বিধানসভা রয়েছে। ওই এলাকার কোথাও কি তাঁকে দেখা গিয়েছে? বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি মালতি রাভা বলেন, কোচবিহারের সাংসদ ও বিজেপি নেতা কর্মীরা অসহায় মানুষের পাশে ছিলেন, আছেন থাকবেনও। বিজেপি এই জেলার দেড় লক্ষ মানুষকে বারবার সহযোগিতা করেছে। আর সাংসদ যখন মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন, তখন বাধা দেওয়া হয়েছে। তার প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান আন্দোলনও করেছেন সাংসদ। এটা শুধু কোচবিহারে নয়, গোটা রাজ্যের চিত্র। আসলে রাজ্য সরকার করোনা

দুর্ঘটনায় মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকপুরের বারাবন থেকে সদাইপুরের মেহেরপুরে আত্মীয়ের শেষকৃত্যে অটো করে যোগ দিতে যাওয়ার সময় রবিবার সকালে চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের বাঁধেরশোল মোড়ে ষাট নং জাতীয় সড়কে বোলোরো গাড়ির সঙ্গে অটোর সংঘর্ষে দুই শিশু মারা যায় জখম হয়ে ছজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতরা হলো জাহেদ খাঁ (১১) এবং জুনেদ খাঁ (৯)।বাড়ি বারাবন গ্রামে। স্থানীয় মানুষজন,পুলিশ জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে পাঠায়।তেজহাটি মোড়ে গোরুবোঝাই গাড়ির ধাক্কায় মৃত টোটোচালক সুকুর শেখ। বাড়ি সরধা গ্রামে। ছেলে জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়রা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ১০ মে পাইকর থানার নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে লরির ধাক্কায় মারা গেলো নুরচাঁদ শেখ (৪৬)। বাড়ি নন্দীগ্রামে।

রাস্তা নিয়ে বিবাদের জেরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাস্তা নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে উভয়পক্ষের ঘর পুড়ে উত্তেজনা পারদ চরমে উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের খাসচক গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আজগার আলী মোল্লা ও ইউনিজ আলি মোল্লার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার একটি রাস্তা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ চলছিল । আর সেই বিবাদের জেরে একে অপরের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় উভয় পক্ষের ঘর পুড়ে যায়।

আল্ট্রাভায়োলেট স্যানিটাইজার মেশিন বানিয়ে তাক লাগালেন বাঙালি ইঞ্জিনিয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ লকডাউন পিরিয়ডে ঘরে বসে ভাবনা, কিভাবে করোনা প্রতিরোধে কাজে লাগানো যায় নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে। একদিন সব রকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে বাজারে গিয়েও আশঙ্কা মানিব্যাগ বা টাকা পয়সার মাধ্যমে করোনা আসবে না তো ঘরে? সেইভাবনা থেকেই ইউ ভি অর্থাৎ আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি দিয়ে স্ট্রেরেলাইজ করার পোর্টেবল মেশিন তৈরি হল।

পেশায় ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু ভৌমিক। দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতা আছে 'লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো' অথবা ফিলিপসের মতো বড়ো মাপের বহুজাতিক সংস্থায়। মহারাষ্ট্রের পুনে বা কর্নাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুসহ ভারতের নানা রাজ্যে ঘুরেছেন। সেই ভাবনায় ভাবিত হয়ে লকডাউনের পিরিয়ডের 'আনলক–১' পর্বে ঘটালেন তার বাস্তবায়ন। ঘরে বসেই বানিয়ে ফেললেন এক ফুট বাই তিন ফুটের পোর্টেবল স্টেরিলাইজেশন মেশিন। সাধ্যের মধ্যেই দাম পড়বে এই মেশিনের। অফিস, স্কুল, দোকান, ডক্টরস চেম্বার এমন কি নিজের বাড়িতেও ব্যবহার করা যেতে পারে এই স্টেরিলাইজ মেশিন। অফিসের একজিট এবং এন্ট্রিতে খুবই সহজেই টেবিলের ওপর বসিয়ে রাখা যাবে এই নয়া আবিষ্কৃত মেশিনটি। মানিব্যাগ থেকে মোবাইল, টাকা পয়সা, ঘড়ি, চশমা এসব 'স্টেরিলাইজ' করা যাবে। এমন কী সেলুনের বা বিউটি পার্লারের (স্যালন) ক্ষুর, কাঁচি ইত্যাদি স্টেরিলাইজ করা যাবে এই অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে। নোভেল করোনা (কোভিড–১৯) ভাইরাস নষ্ট হয়ে যাবে বলে

দাবি আধুনিক প্রযুক্তিবিদের। আল্ট্রাভায়োলেট–সি এই রশ্মির মাধ্যমে সহজেই নোভেল করোনা ভাইরাসকে বিনষ্ট করা যায়। মুদিখানা, বাজার থেকে শুরু করে ফল–সবজিও এই মেশিনে 'স্টেরিলাইজ' করা যাবে। সেক্ষেত্রে মেশিনের আকার ছোট–বড়ো করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু 'চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান' ও চিকিৎসকের চেম্বারে এই মেশিন বসিয়েছেন শান্তনু বাবু। সেলুন সহ বিভিন্ন ছোট–বড়ো অফিসে এই মেশিন অত্যন্ত কার্যকরী বলে মনে করেছেন অনেকেই।

'সিঙ্গল ট্রে টাইপ' এই মেশিন ভবিষ্যতে 'ডাবল মাল্টিবল' ট্রেতে করতে চান তিনি। সেক্ষেত্রে'হ্যান্ড স্যানিটাইজারে'র জন্য একটি ও অন্যদিকে মোবাইলসহ অন্যান্য সামগ্রী 'স্টেরিলাইজে'র ব্যবস্থা থাকবে। সেক্ষেত্রে অফিসে বা কোনও প্রতিষ্ঠানে কোনও ব্যক্তিকে বসে থেকে হ্যান্ড 'স্যানিটাইজার' স্প্রে করতে হবে না। বিভিন্ন সরকারি–অসরকারি অফিস ও বাজারে ঢোকার মুখে 'স্টেরিলাইজেশন' গেট বসানো হচ্ছে। তাতে সম্পূর্ণ মানব দেহ 'স্টেরিলাইজ' হলেও পকেটের মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, চশমা, মোবাইল ইত্যাদি এগুলি কিন্তু 'স্টেরিলাইজ' হয় না। আর তাতেই করোনার বাহক হতে পারে এগুলি। তাই অফিস বা কোনও প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পথের মুখে সম্পূর্ণরূপে নিজের শরীরকে 'স্টেরিলাইজ' করার জন্য এই মেশিন অত্যন্ত কার্যকরী।

শুধু মানিব্যাগ বা মোবাইল নয়, জামাকাপড়ও 'স্টেরিলাইজ' করা যাবে।

বনসৃজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পশ্চিমের ফুসফুস বলে সাম্প্রতিক পরিচিত স্বাধীনতার বীর সেনানীরা যার লেখা গানে উদ্বুদ্ধ হতো বেহালার

সেনপল্লির বাসিন্দা গীতিকার মোহিনী চৌধুরীর নামাঙ্কিত সুবৃহদায়তন 'মোহিনী কুঞ্জে' গত ৬ মে গাছের চারা রোপণ করলেন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি অঞ্জন দাস ও বর্তমান ওয়ার্ড কো–অর্ডিনেটর সংহিতা দাস। প্রসঙ্গত, আমফানে এই ওয়ার্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গাছের অভাব পূরণ করতে এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে এদিন বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সে কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল।

বিশ্বপরিবেশ দিবস পালন

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পুলিশে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ, মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক গার্ড ও সমর্পণ সেবা ট্রাস্ট–এর যৌথ উদ্যোগে

পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই উপলক্ষে এদিন মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক অফিস সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) রূপান্তর সেনগুপ্ত, ডিএসপি ট্রাফিক নিরুপম ঘোষ, টিআই পিন্টু মুখোপাধ্যায়, মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি গদাধর সিংহ রায় সহ 'মাস' ও বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সাম্প্রতিক বিধ্বংসী আমফান ঘূর্ণিঝড়ে জেলার বহু গাছ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় ও পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।'

মহেশতলার জলমগ্নের মুক্তি মাস খানেকবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর আবহাওয়া দফতর ১০ জুন জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি নিম্ন চাপের হাত ধরে ১৩ জুনের মধ্যে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা ঢুকে পড়বে বাংলায়। এ অবস্থাতেই বর্ষার প্রাক বৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুর এলাকার পূর্ব প্রান্তস্থিত ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বেগোড় খাল সংলগ্ন দক্ষিণতলাসহ প্রায় ২০টি পাড়ার প্রায় ৮.৮২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রতি বর্ষাতেই তারা জলমগ্ন অবস্থায় থাকলেও আমফান পরবর্তী সময় থেকেই এখানকার প্রায় ৭১ হাজার মানুষ এখন জলমগ্ন। তবুও

যদি কোনওভাবে বেগোর খাল ও মণিখালি খানের পলি ও জঞ্জালের সংস্কার করা যেতো তাহলে হয়তো ভাটার টানে এই পচা দুর্গন্ধযুক্ত জল কমে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও এই দু'টি কাল সম্পূর্ণরূপে সংস্কার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভুগতে হচ্ছে বেগোর খাল পাড়ের হাজার হাজার বাসিন্দাদের। পচা জলের গন্ধে এবং বিষক্রিয়ায় দেখা দিচ্ছে চর্মরোগ। দীর্ঘ লকডাউনের জন্য স্কুল–কলেজ বন্ধ থাকলেও ডাক্তারি পরিষেবা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ–সুবিধা থেকেই এই ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা বঞ্চিত রয়েছে। আপাতত এদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা পরিশ্রুত পানীয় জলের। তাদের বক্তব্য, অন্তত পানীয় জলের ট্যাবগুলিকে যদি একটু উঁচু করে দেওয়া হয়, তাহলে সম্ভব পানীয় জল, এই ট্যাব থেকে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। এমতাবস্থায় মহেশতলা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সভাপতি দুলাল চন্দ্র দাস জানান, সংস্কারের দায়–দায়িত্ব রাজ্যের সেচ দফতরের। তবে তার থেকে বড়ো সমস্যা বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে একটি কালভার্ট এক পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ–বজবজ শাখার সন্তোষ রেল স্টেশন সংলগ্ন একটি রেল ব্রিজের নির্মাণ করার জন্য অস্থায়ী যে গার্ডওয়াল দেওয়া হয়েছে, তাতে এই দু'টি খাল সংকীর্ণ আকার ধারণ করায় যে পরিমাণ জল মণিখালি খালের লকগেটে যাওয়ার কথা তা যাচ্ছে না। তাই যতোদিন না পর্যন্ত খাল সংস্কার এবং লকগেটে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পাবে, ততোদিন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব নয়।

আবার এই জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভার অন্তর্গত ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা পঞ্চায়েত সমিতি স্থিত চট্টা সুবিদ আলী রোডে স্থানীয়রা অবরোধ। তাদের বক্তব্য, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও খাল সংস্কার না হওয়ায় চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন।

এদিকে, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম গত ৮ জুন কলকাতা পুরসংস্থা ও রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে মণিখালি খাল, চড়িয়াল খাল ও সিপিটি খালের 'ফিল্ড পরিদর্শনে' আসেন। ওখানে কিছুটা সমস্যা আছে। আলোচনা ভালোরকম হয়েছে। পূর্ব রেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা আগামী একমাসের মধ্যেই রেলব্রিজের তলাটা করে দেবে। তাহলে বর্ষার জল বেরিয়ে যাবে।

গুলিতে খুন তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার সকালে এক তৃণমূল কর্মী বাড়ি থেকে বাজারে দিকে যাওয়া সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী আচমকা বোমা গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এক তৃণমূল কর্মীর।মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম নবির আলি সরদার(৬০)।ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমঝাড়া ১১নম্বর সরদার পাড়া এলাকায়। এদিকে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দুষ্কৃতীদের খোঁজে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

জগৎবল্লভপুর থানায়

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : করোনা মহামারী ও আমফান ঝড়ে বিপর্যস্ত সকলে। এই আমফান ঝড়ে বহু গাছ পড়ে পরিবেশ বিপর্যয়ে সামনে

যখন দাঁড়িয়ে তখন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাছ লাগিয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতার বার্তা দিলো জগৎ বল্লভপুর থানার পক্ষ থেকে। এদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগে গাছ লাগানো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় । জগতবল্লভপুর থানায় এই দিন গাছ লাগানো কর্মসূচি গ্রহণ করে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা উপর জোর দিতে বললেন সকলকে । সেই বার্তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন । এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি প্রবীর কুমার ত্রিপাঠি, থানার বড়বাবু দেব্রবত চক্রবর্তী,

এসপি সৌম্য রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন থানার সকল সদস্য ও সিভিক পুলিশের সকল সদস্যগণ । এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে পরিবেশ রক্ষার অভিনব উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয় ।

খোদ স্বাস্থ্যকর্মীই আক্রান্ত করোনায়, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : একজন স্বাস্থ্য কর্মী সহ কোচবিহার জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হলেন ১৪ জন । এই ১৪ জনের মধ্যে ১২জন দিনহাটার বাসিন্দা, ১ জন জেলার মাথাভাঙা মহকুমার এবং আরেকজন কোচবিহার সদরের বাসিন্দা। সদরের আক্রান্ত এই স্বাস্থ্য কর্মী কোচবিহার পুরসভার ১৯নম্বর ওয়ার্ডের যমুনা দিঘি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বলে খবর। এই আক্রান্ত স্বাস্থ্য কর্মীর বাড়িটি কন্টেনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে । বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে বাড়ির চতুর্দিক। এই স্বাস্থ্য কর্মী সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড থেকে কোচবিহারে ফিরেছিলেন বলে খবর জেলা প্রশাসন সূত্রে । সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে, একজন স্বাস্থ্য কর্মীর ট্রাভেল হিস্টরি থাকা সত্ত্বেও তাকে কোয়ারেন্টাইনে না রেখে কেন স্বাস্থ্য বিভাগের কাজে নিয়োগ করা হলো? এর পাশাপাশি প্রায় ২০ দিন আগে এই স্বাস্থ্যকর্মীর লালারস পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হলেও এই পরীক্ষার ফলাফল এসে পৌঁছতে কেন এতটা দেরি হল? এই গুঞ্জনও উঠেছে খোদ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যেই। কোচবিহার জেলায় একের পর এক করোনা আক্রান্তের খবরে জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বেড়ে গেছে অনেকটাই। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী কোচবিহার জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫৭ জন আর করোনা অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা ১২৬ জন । তবে এদিন ৫৪ টি লালারস নমুনা পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ এসেছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জানা গেছে। এই আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী কার কার সাথে মেলামেশা করেছেন বা কারা কারা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন তা নিয়েও চলছে পর্যবেক্ষণ। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের বদলির কারণে গোটা জেলা জুড়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা সহ চিকিৎসকরা আন্দোলনে নেমেছিলেন। কার্যত স্বাস্থ্যবিধি কে উপেক্ষা করেই সামাজিক দূরত্ব কে মান্যতা না দিয়ে কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে অবস্থানে বলেছিলেন তারা। এই আন্দোলনে করোনা আক্রান্ত এই স্বাস্থ্যকর্মীও। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী বা চিকিৎসকদের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা তার প্রবল। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে পারে তা নিয়েও কিন্তু চাপা আতঙ্ক জেলার স্বাস্থ্য বিভাগে।

এবার প্রতি ওয়ার্ডের জন্য ম্যানহোল ডিসিল্টিং মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা ১৩ জুনের মধ্যে বাংলা তথা দক্ষিণবঙ্গে ঢুকে পড়বে। প্রাক বর্ষা শুরু হয়েছে। আর কলকাতা পুরসংস্থার সুয়্যরেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ দফতরও কলকাতায় জলমগ্ন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতির শুরু করে দিয়েছে। ম্যানহোল চেম্বার ও সুয়্যার থেকে নিকাশি পলি তোলার জন্য ৭০টি 'ম্যানহোল ডিসিল্টিং মেশিন' এতোদিন কলকাতার ১৪৪ ওয়ার্ডে কাজ করছিল। গত ৯ জুন কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে থেকে আরও একটি নতুন ৭৪টি আধুনিক 'ম্যানহোল ডিসিল্টিং মেশিন' নিকাশি তোলার কাজ শুরু করলো পুর প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিমের হাত ধরে। তিনি বলেন, এবার থেকে মোট ১৪৪টি ডিসিল্টিং মেশিনসহ

অন্যান্য গাড়ি নিয়ে পুর নিকাশি দফতরের মোট ২২১টি গাড়ি সারা কলকাতায় দিবারাত্রি বর্ষায় কাজ করে চলবে। বর্ষা আসছে। নিশ্চিত ভাবে কলকাতা একটি জালা। যেখানে হুগলি নদীর পাড় উঁচু আর মাঝখান নিচু। তাই বর্ষায় কলকাতা পুর সংস্থার সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ কলকাতার ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে যথাসম্ভব সচল রাখা। তিনি আরও জানান, কলকাতার কোথাও কোথাও ৫০–৬০ বছর যাবৎ পলি জমে থাকা 'বক্স ড্রেন' পরিস্কার করা হয়েছে। বাকিগুলির আগামী দিনে বর্ষার আগেই পরিষ্কার করা হবে। বর্ষার জল জমার হাত থেকে রক্ষার জন্য এখন থেকে প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে 'ম্যানহোল ডিস্টিলিং মেশিন' সর্বক্ষণ থাকবে। ওয়ার্ড কো–অর্ডিনেটররা দিবারাত্রি ওয়ার্ডের প্রয়োজন মতো পলি তোলার কাজ করিয়ে নেবে।

এটিএম জালিয়াতি

গ্রেফতার চক্রের পান্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার আইসি মৈনাক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এটিএম জালিয়াতী চক্রের পাণ্ডা জয়দেব রায়কে গ্রেফতার করল বিষ্ণুপুর থানা।

গত ১ জুন দক্ষিণ গোরীপুরের বাসিন্দা শিক্ষক গৌতম হাজরার এটিএম জাতিয়াতি করে কেউ ২৫০০০ টাকা তুলে নেয়। ওই শিক্ষক বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপার ভোলানাথ পাড়ে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বিভিন্ন থানায় ওই জাতিয়াতি চক্রের খোঁজ পেতে টাস্কফোর্স গঠন করেছিলেন। বিষ্ণুপুর থানার আইসি মৈনাক ব্যানার্জী ঘটনার তদন্তে নেমে সোনারপুরের কামলগাজীর এক ফ্ল্যাট থেকে জয়দেব রায়কে গ্রেফতার করে। তার কাছে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ৯৮টি এটিএম কার্ড, ২টি সোনার আংটি, নগদ ২৫০০০ টাকা, ৪টি মোবাইল ফোন পাওয়া যাবে। ফলতায় ওই ব্যক্তির স্বশুড়বাড়ি। অনেক জায়গায় সে সেখ মজিদ আলম নামেও পরিচিত। এই জেলা ছাড়াও অন্যত্রও তার চক্র সক্রিয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার ওই ধৃত ব্যক্তি আলিপুরে আদালতে তোলা হলে ওই ধৃত ব্যক্তিকে ১৪ দিনের পুলিশী হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

শূন্য থেকে শুরু

প্রথম পাতার পর

সকালে উঠেই লেবুর রস পান দিয়ে যার শুরুয়াৎ। তারপর একে একে আদা, হলুদ খাওয়া চলছে চার্ট ধরে ধরে। রান্নাতেও উধাও আধুনিক গবেষণার ইতিউতি। সেখানে ভরপুর উপস্থিতি গোলমরিচ, রসুন, পেঁয়াজ, জিরে, ধনে ইত্যাদির। অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই আদিতেই নিজেদের রসনাকে সমর্পণ করা। ঝালে ঝোলে অম্বলে বাঙালি কোভিডের কোপে এখন সনাতনী খাদ্যখানার গান গাইছে।

আরও একটা বড় বিবর্তন নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে ওষুধপথ্যের ক্ষেত্রেও। যে হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদকে এতদিন দুয়োরাণী করে এক কোনে সরিয়ে রাখা হত সেই সব দোকানগুলিতে যে পরিমাণ ভিড় হচ্ছে হালফিলে তা চমকে দেওয়ার মতোই। আবালবৃদ্ধবনিতা এখন হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানে এসে প্রথমেই চাইছেন একটি বহুল বিজ্ঞাপিত ওষুধ। বস্তুত, ভারত সরকারের আয়ুষ বিভাগ থেকেই এই ওষুধটির নাম উঠে আসছে। করোনামুক্তি ঘটবে না বলা বলেও এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এই ধরনের ওষুধ খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শতগুণ বেড়ে যাবে। বলাইবাহুল্য, লড়াই দেওয়া যাবে প্রবল দাপট সৃষ্টিকারী অতিমারীর বিরুদ্ধে। শুধু নির্দিষ্ট একটি ওষুধই নয়, করোনা আক্রান্তদের ওপর আরও বেশ কিছু হোমিও ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ক্লিনিক্যাল সাফল্য মিলেছে।

শুধু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বলেই নয়, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিষেবাও করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে। যে দেশকে কোভিডের উৎপত্তিস্থল বলা হচ্ছে সেই চিনেও এই অতিমারী দমনে আয়ুর্বেদ নাকি ম্যাজিকের মতো কাজ দিচ্ছে। ভারতবর্ষের একদম শেষপ্রান্তের রাজ্য কেরলাতেও করোনা রুখতে সেই আয়ুর্বেদাস্ত্র প্রয়োগ চলছে ভালমতোই। এমন খবরও ভাসছে দেশের আকাশে বাতাসে। অর্থাৎ যে দামি চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে আমরা এত শোরগোল করি সেটার চেয়ে আদি চিকিৎসা ব্যবস্থাই রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এভাবে শূন্যে ফিরেই হয়তো শুরু হবে করোনা উত্তর জমানা।

গাছের চারা দত্তক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজগ্রাম ঝাড়খন্ড সীমান্ত থেকে চাতরা পর্যন্ত ষোলো কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে ৩০০০ নতুন গাছের চারা দত্তক নিলেন রাজগ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী আলি মোতুর্জা খান এবং আসগার আলি । ৫ জুন গাছ লাগানোর শুভারম্ভে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শতাব্দী রায়,বিধায়ক আব্দুর রহমান,জেলাপরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার ভকত,রামপুরহাট মহকুমাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল,মুরারই–১নং ব্লকের বিডিও নিশীথভাস্কর পাল,ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা । বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে মিড–ডে–মিলে চাল,আলুর সঙ্গে অভিভাবকদের হাতে একটি করে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয় । এবিভিপি রাজ্যকমিটির সদস্য অনির্বাণ ভান্ডারীর নেতৃত্বে সিউড়ি আব্দারপুর,রবীন্দ্রপল্লী,সাজানোপল্লীতে মোট ৫০টি চারাগাছ লাগানো হয় । 'পথ প্রদর্শকে'র উদ্যোগে ৫০০১টি গাছ লাগানো হয় জেলাজুড়ে । সদাইপুর থানার উদ্যোগে ওসি শামিম খানের উপস্থিতিতে বিকালে চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয় । 'বীরভূম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' ও 'পাটগাছি সূর্যোদয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র যৌথ উদ্যোগে পাইকর গ্রামীণ হাসপাতালে বৃক্ষরোপণ করা হয় । সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বিএমওএইচ ডা: কার্তিক পাত্র ।

হতবাক মন্ত্রীও

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রক একটি টাস্ক ফোর্স তৈরি করে। রাজ্যের সেচ, ভূমি ও সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করে টাস্ক ফোর্সের কাছে। ২০১০ সালের ২৬ জুলাই ৫০৩২ কোটি টাকার বরাদ্দ ছাড়পত্র পায় প্ল্যানিং কমিশনের। এরপর দশটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে। রাজ্যে ঘটে গিয়েছে রাজনৈতিক পরির্বতন। এত সব তোড়জোড়ের ১০ বছর পর আমফান দেখিয়ে দিল সুন্দরবনের নদীবাঁধ পড়ে রয়েছে সেই তিমিরেই। গত সপ্তাহে সুন্দরবন নদীবাঁধ জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি সেচ দফতরে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি করেছে বর্ষা আসার আগে নদীবাঁধগুলো দুর্যোগ মোকাবিলার উপযুক্ত করে মেরামত করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ করার পরেও কেন এখনও রিং বাঁধ হল না তাঁর জবাব দিতে হবে। সহজেই বলা যায় সরকারের সিদ্ধান্ত ও বরাদ্দের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা মিলছে না। কেন? সেটাই হল রহস্য। এ রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারেন নি কোন আমলের মন্ত্রী আমলারাই।

এবারও দাবি উঠেছে সুন্দরবনের নদীবাঁধ মেরামতির। রাজ্য টাকা চেয়েছে কেন্দ্রের কাছে। পরিকল্পনা রচিত হবে, অর্থও হয়তো বরাদ্দ হবে। কিন্তু সেচ দফতরের রহস্যভেদ না করতে পারলে নদীবাঁধের ভরসায় থাকা সুন্দরবনবাসীর জীবন প্রতিবছর নোনা জলে যে ভাসবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বলে দিচ্ছে উন্নয়নের খতিয়ান

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন মেনে প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শনে তো এলেনই, প্রাথমিক বরাদ্দ করে গেলেন আয়লায় দেওয়া মোট অনুদানের পরিমাণ। এতে অবশ্য মোটেই সন্তুষ্ট নয় রাজ্য সরকার। রাজ্যে আসা কেন্দ্রীয় দলের কাছে চাওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ২ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ ত্রাণের দফাওয়াড়ি হিসাবও দিয়েছে সরকার। কিন্তু আয়লা ও আমফানের ত্রাণের পরিমাণে এই বিপুল ফারাকে হতভম্ব রাজ্যবাসী। প্রায়ই বলা মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ণের খতিয়ানের সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না ত্রাণের হিসাব। হিসাববিদরা বলছেন আড়াই ঘন্টার বিধ্বংসী ঝড়ের ত্রাণের পরিমাণ যদি ১ লক্ষ কোটি টাকার উপর হয় তাহলে পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের এত অগণিত প্রকল্প এতদিন ধরে চলার পর যদি এত দুর্বল পরিকাঠামো রাজ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে প্রকল্পের কার্য্যকারীতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।যদিও ত্রাণের হিসাব নিয়ে আয়লার মত বিরোধীরাও অভিযোগ করতে ছাড়ে নি। তারা হিসাবের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। প্রায় সব বিরোধী নেতাই দাবি করেছেন ত্রাণের টাকা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হোক।

না হলে সবই তৃণমূল নেতাদের কাটমানিতে পরিণত হবে। অবশ্য বল এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টে। তারা কত বরাদ্দ করে সেই দিকেই তাকিয়ে সকলে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে যে পরিমাণ বরাদ্দই হোক না কেন তা রাজনৈতিক বিতর্ক এড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

ফুলশয্যা করলে কাটমানি

প্রথম পাতার পর

ও সমাজসেবী প্রতিবাদী মিলন মন্ডল। পরিস্থিতি এতটাই করুণ যে পরিদর্শনে গিয়ে মুহূর্তে ত্রাণের বন্দোবস্ত করেন দুর্গত পরিবার গুলোর জন্য।অসহায় পরিবারগুলির হাতে তুলে দেন ত্রিপল সহ খাদ্যসামগ্রী।কুলতলি ব্লকের জালাবেড়িয়া ২ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতের আম্ফান বিধস্ত জনৈক এক চর্মকার প্রফুল্ল দাস।এদিন ত্রাণ সামগ্রী নিতে এসেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে আভিযোগ করে বলেন আম্ফানে ঘরবাড়ি সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন সরদারের কাছে পায়ে ধরে একটা ত্রিপল চেয়েছিলাম। দেয়নি।কলাগাছের টাকা পাওয়ায় স্বপন সরদার আমার কাছে তিন হাজার টাকা কাটমানি নিয়েছিল।এখন সব ভুলে গেছে।

অন্যদিকে, এমনই ত্রাণ বিরতণ করে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রতিবাদী সমাজসেবী মিলন মন্ডল বলেন, ত্রাণ নিয়ে চলছে দলবাজি। সরকারি যে কোনও রকম সাহায্য পেতে গেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা নেতৃত্বদের প্রণামী হিসাবে কাটমানি দিতে হচ্ছে। এমন অভিযোগ ভুরি ভুরি। এলাকার সামান্য একজন চর্মকারের কাছ থেকে কলাগাছ চাষের টাকা থেকে কাটমানি নিয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এমন অভিযোগও আমাদের কানে আসছে।এমন ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ফুলশয্যা করতে গেলে কাটমানি দিতে হবে।এর থেকে লজ্জাজনক ঘটনা আর কি হতে পারে!যে চর্মকারের কাছ থেকে পঞ্চায়েত সদস্য কাটমানি খেয়েছেন বলে অভিযোগ

উঠেছে,আম্ফান বিধ্বস্ত সেই চর্মকার খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন। একটা সরকারি ত্রিপল পর্যন্ত জোটেনি তার।এটা লজ্জাজনক ব্যাপার।

ত্রাণবিলি এবং কলাগাছের কাটমানি প্রসঙ্গে স্থানীয় জালাবেড়িয়া ২ পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য স্বপন সরদার বলেন, কলাগাছের জন্য সরকারি টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা অভিযোগ করছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।তারপর আমার এই এলাকায় দেড় হাজার মানুষের বসবাস। আম্ফানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।১৬৫ টি ত্রিপল পেয়েছিলাম। ক্ষতিগ্রস্তদের দিয়েছি।নিজের পকেট থেকে ২১ হাজার টাকা দিয়ে দুর্গতদের চাল কিনে দিয়েছি।এখন মিথ্যা কথা বলে দলের নামে বদনাম করার চেষ্টা করছে।

ভরা গ্রীষ্মেও কাটোয়ায় টইটম্বুর ব্রহ্মাণী

নদীতে বিপজ্জনক নৌকায় ঝুঁকির পারাপার

দেবাশিস রায় : ভরা গ্রীষ্মে ব্রহ্মাণী নদীর রুক্ষ-শুষ্ক রূপ দেখতেই এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন এলাকাবাসী। কিন্তু, এবারে আবহাওয়ার চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনায় সেই দৃশ্যে ছেদ পড়েছে। জৈষ্ঠ্যের শেষে তীব্র দাবদাহের মধ্যেই দু'কূল ছাপিয়ে বইছে টইটম্বুর ব্রহ্মাণী নদীর ঘোলা জল। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে সুবিস্তৃত সেই নদীর বুকে বিপজ্জনক নৌকায় চলছে ঝুঁকির পারাপার। এমনকি, করোনা আবহেও সুরক্ষাবিধি নিয়ে নৌযাত্রীরা উদাসীন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বয়ে চলেছে ব্রহ্মাণী নদী। কাটোয়া ২ নং ব্লকের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা এই নদীর একপাড়ে শ্রীবাটি ও জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সুবিস্তৃত এই দুই এলাকার দুই বর্ধিষ্ণু জনপদ চাণ্ডুলী এবং মুস্থলী গ্রামের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে ব্রহ্মাণী নদী। বছরের ৮-৯ মাস দুই পাড়ের শত শত লোকজন হেঁটেই নদী পারাপার করে থাকে। বাকি সময়টা সরকারি বিধিনিষেধকে তোয়াক্কা না করেই বিপজ্জনকভাবে নৌকো চলে।

এবারে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় জেলাজুড়েই দফায় দফায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেই বৃষ্টির জলে এখন পুষ্ট ব্রহ্মাণী নদী। কাটোয়ার মুস্থলী ও চাণ্ডুলী গ্রামের উপকণ্ঠে দু'কূল ছাপিয়ে বইছে ব্রহ্মাণী নদীর জল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উভয় পাড়ের শত শত বাসিন্দাকে এখানে প্রায় দেড়শো মিটার বিস্তৃত জলরাশি নৌকায় পারাপার করতে হচ্ছে। তবে, নৌকার হাল কার্যত বেহাল। প্রতিনিয়ত নৌকার তলদেশ চুঁইয়ে খোলের মধ্যে জল জমে বিপত্তি বাধায়। ফলে, নদী পারাপারের সময় একজন অনবরত নৌকার খোল থেকে জল সেচতে থাকেন। পাশাপাশি, নৌকায় যাত্রীদের জন্য থাকে না কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমানে স্রোতস্বিনী ব্রহ্মাণীর বুকে এভাবে পারাপারের সময় যে কোনও মুহূর্তে কোনও বড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশংকা থাকলেও কার্যত কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

কাটোয়া ২ নং ব্লকের বিডিও শমীক পাণিগ্রাহী বলেন, চাণ্ডুলী ও মুস্থলী গ্রামের অদূরে নদীর কোনও প্রশাসন অনুমোদিত ঘাট নেই। যে কারণে সেখানে নৌকায় যাত্রী পারাপার করাটাও অবৈধ। আমি এব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ নিচ্ছি এবং পুলিশকেও যথাবিহিত ব্যবস্থা নিতে বলছি।

পেনশনের জন্য পথে অবসরপ্রাপ্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পেনশনই তাদের একমাত্র আর্থিক অবলম্বন। কিন্তু সংস্থার অবসরপ্রাপ্তদের সময়মতো পেনশন দিতে ব্যর্থ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই আন্দোলনের পথকে বেছে নিতে হলো এই সংস্থার অবসরপ্রাপ্তদের। অবিলম্বে প্রাপ্য পেনশন মিটিয়ে দেওয়ার দাবি সহ ২দফা দাবিতে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ডেপুটেশন দিলো নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। এদিনের এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহনবাঁশি বর্মন সহ সংগঠনের নেতা করেন বর্মন, প্রহ্লাদ ভৌমিক, দীনেন্দ্র মিত্র, অশোক হাজরা প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম কুন্ডু।

একদিকে করোনার প্রকোপে লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে গৃহবন্দি তারা, প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র সহ পরিবারের ভরণপোষণ এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণে এই পেনশনই তাদের একমাত্র ভরসা। জুন মাসের ৫ তারিখ অতিবাহিত হতে চললেও এখনও পর্যন্ত মে মাসের প্রাপ্য পেনশন হাতে পাননি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার অবসরপ্রাপ্তরা। এই পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ সংকটের মধ্যে জীবন সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে তাদের। কবে পেনশনের টাকা তারা হাতে পাবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেনি পরিবহন নিগম। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটছে তাদের।

এই পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা ঘিরে ধরেছে পেনশনারদের। অপরদিকে রাজ্য সরকার ঘোষিত নতুন পে —স্কেল অনুসারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় কর্মরত শ্রমিক—কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন গত জানুয়ারি মাস থেকে দেওয়া শুরু হলেও, এই একই সংস্থার অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এই নতুন পে—স্কেল আজ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয় নি। এর ফলে এই পরিবহন সংস্থার অবসরপ্রাপ্তরা এই পে — স্কেল পাওয়ার ন্যায্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই অবস্থায় তাই বঞ্চনার শিকার অবসরপ্রাপ্তরা এদিন আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহন বাঁশি বর্মন।

সেচ দপ্তরের উদাসীনতা ভাঙনের মুখে নদী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সেচ দপ্তরের চূড়ান্ত উদাসীনতায় ভয়াবহ নদী ভাঙন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নেপালের খাতা এলাকার বাসিন্দারা। বর্ষা না আসতেই অকাল বর্ষণ শুরু হয়েছে কোচবিহার জেলায়। আর এই লাগাতার বৃষ্টিতে ধরেই আন্দোলন করে আসছিলেন এই নদীপাড়ের বাসিন্দারা। কিন্তু তারপরেও সম্বিত ফেরেনি প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের। অবশেষে গত বছর প্রবল বন্যায় যখন ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংশ্লিষ্ট এই এলাকা। এই সময় মুখ রক্ষার তাগিদে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে এই ভাঙন কবলিত এলাকায় শুরু হয়

গদাধর নদীর ভয়াবহ ভাঙন তুফানগঞ্জ দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপালের খাতা এলাকায়।

রীতিমতো ধসে যাচ্ছে এই নেপালের খাতা ও দেওচড়াই গ্রামের মাঝ বরাবর বয়ে চলা গদাধর নদীর পাথরের বাঁধ। এই পরিস্থিতিতে এক সীমাহীন আতঙ্কে রয়েছেন এই নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ।

গত কয়েক বছর ধরে এই গদাধর নদীর ভাঙনে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের কয়েক হাজার বিঘা জমি চলে যায় নদী গর্ভে। এই পরিস্থিতিতে ভিটে মাটি হারিয়ে বহু মানুষ পাড়ি দেন ভিন রাজ্য। অনেকেই তাদের বাড়ি সরিয়ে নিয়ে যান অন্যত্র। তবে যাদের উপায়ন্ত নেই, তারা কোনওমতে রয়ে গেছেন এই গদাধর নদীর পাড়েই। এই ভাঙন রোধে দীর্ঘদিন পাথরের বাঁধ তৈরির কাজ। কিন্তু অর্ধেক কাজ করার পর কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় এই বাঁধ নির্মাণের কাজ। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। সেচ দপ্তরের এই দায়সারা কাজের ফল তাই ফল ভুগতে হচ্ছে এই নদী বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। বৈশাখের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত লাগাতার বর্ষণে রীতিমতো ভেঙে পড়ছে এই পাথরের তৈরি বাঁধ। আর এ নিয়েইভয়াবহ আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভ বাড়ছে এই সমস্ত অসহায় গরিব মানুষদের। প্রশাসন যাতে দ্রুত এই এলাকা পরিদর্শন করে বাঁধ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে, এই দাবিতেই সোচ্চার হয়েছেন তারা।

কোভিডে কম্পমান কোচবিহার জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিনিয়ত লাফিয়ে বাড়ছে কোচবিহার জেলায়। আর এরপর থেকেই জেলার ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার ছবি প্রকাশ্যে আসছে বারবার। আর এই পরিস্থিতিতে কোচবিহার সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

অভিযোগ, জেলার করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য নিউ কোচবিহার স্টেশন সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে দিনে দুবার পালা করে কিছু সময়ের জন্যে চিকিৎসক পাঠিয়ে দায় সারছে এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, খুব সাধারণ জ্বর—সর্দি নিয়ে কেউ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এলে তাঁকেও কোভিড হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু চিকিৎসক কলকাতা থেকে এসে দু'দিন সময় কাটিয়ে আবার চলে যাচ্ছেন। মেডিকেল কলেজে রয়েছেন ৩জন মাইক্রোবায়োলজিষ্ট। যারা বেশিরভাগ সময়ই ছুটি কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ। কোচবিহার জেলায় একটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। তারপরও কেন এই জেলাতে চেষ্টার কোনো ব্যবস্থা নেই, এই প্রশ্ন তুলে বারবার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে সিপিআই(এম) সহ বিভিন্ন বিরোধী দল। এরপরই পরিস্থিতির চাপে কার্যত বাধ্য হয়েই গত ১৮ মে রাজ্য সরকারের তরফে করোনা টেস্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ট্রুনাট মেশিন পাঠানো হলেও তা বসানোর ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ অসহযোগিতা করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। একই সময়ের মধ্যে ফালাকাটাতে ট্রুনাট মেশিন এনে তা বসিয়ে করোনার পরীক্ষা শুরু হলেও কোচবিহারে তা পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। পরীক্ষামূলকভাবে এই কাজ করলেও এখনো পর্যন্ত চেষ্টা ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারেনি এই মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে যেখানে এই মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ সুকুমার বসাক নিজে একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি করে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে? তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

তবে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি ডাক্তার রাজীব প্রসাদ বলেন, ''এসব প্রশ্ন একেবারেই ভিত্তিহীন। সব নিয়ম মেনেই মেডিক্যাল কলেজ চলছে।'

কন্টেইন্টমেন্ট জোন নিয়ে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কার্যত স্বাস্থ্য দপ্তরের চূড়ান্ত অপদার্থতায় কোচবিহার শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মসজিদ পাড়া এলাকায় চরম উত্তেজনা। কলকাতা থেকে ফেরার পর কোচবিহারে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন এই যুবক। তার প্রথম লালারসের রিপোর্ট আসে নেগেটিভ। প্রায় ২১দিন থাকার পর কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়ার আগেই দ্বিতীয়টেস্টের রিপোর্ট আসে পজেটিভ। এলাকা বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিতে দেখা যায় প্রশাসনিক উদ্যোগে। তখনই বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রশাসন। প্রশাসন থেকে দেওয়া বাঁশের ব্যারিকেড কার্যত উপড়ে ফেলতে দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আনে।

কোয়ারেন্টাইন নিয়ে কড়া নজর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা আছেন তাদের লালারস পরীক্ষা, তার রিপোর্ট এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্রুততার সাথে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো কোচবিহার জেলার কোভিড সংক্রান্ত প্রশাসনিক মিটিংয়ে। এদিন কোচবিহার ল্যান্ডাউন হলে সভার শেষে একথা জানালেন কোভিড সংক্রান্ত উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ আধিকারিক সুশান্ত রায়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন প্রমুখ। এদিন সুশান্ত রায় বলেন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে কোভিড টেষ্টের ক্ষেত্রে যা পরিকাঠামো রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে লালারসের নমুনা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। আর সে কারণেই এই লালারসের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে তিনি আশ্বস্ত করেন এই সমস্যা অতিশীঘ্রই মিটে যাবে, কারণ কোচবিহার মেডিকেল কলেজে দ্রুততার সাথে এই টেস্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকরা আসবেন এটাই স্বাভাবিক, তাদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে যা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তার সবটাই করা হচ্ছে। এব্যাপারে আতঙ্কের কিছু নেই, সরকারিভাবে যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তা সকলকে মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি। তিনি জানান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু এই পাঁচটি রাজ্যে করোনা সংক্রমনের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। তাই এই সমস্ত রাজ্য থেকে যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক বা অন্যান্যরা আসবেন, তাদের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারান্টিনে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ সমস্ত রাজ্যের বাইরে রাজ্য থেকে যারা আসবেন তাদের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন এ থাকার দরকার নেই তাদের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইন যথেষ্ট। ঘটা করে কোচবিহার এন এন হাসপাতালকে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পর বিস্তর অভিযোগ উঠছে এই মেডিকেল কলেজ প্রসঙ্গে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ডক্টর রায় বলেন, খুব দ্রুত তদন্ত করে দেখা হবে বিষয়টি। যদিও ডা: রায়ের এই মন্তব্যে কতটা কাজ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন উঠছে ? দুদিন আগেই স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ এর মাঝেই বিদায় নিতে হয়েছিল কোচবিহার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডক্টর সুমিত গাঙ্গুলীকে। একদিকে যখন প্রতিনিয়ত করোনা তার থাবা বসিয়ে চলেছে জেলাজুড়ে ঠিক সেই মুহূর্তে বারবার স্বাস্থ্য দপ্তরের অপদার্থতার তার চিত্র ফুটে উঠছে প্রতিমুহূর্তে। যদিও এ নিয়ে মুখে কুলুপ সকলের। এখন দেখার আগামী দিনে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর স্বাস্থ্য পরিষেবার কতটা উন্নতি হয় জেলাজুড়ে তার দিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

জীবনতলায় জোর কদমে চলছে ১০০ দিনের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে করোনা আর অপর দিকে আম্ফানের তান্ডবে বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষজন। লকডাউনের জেরে কাজ হারিয়ে বাড়ির মধ্যেই আবদ্ধ সাধারণ শ্রেণীর মানুষজন। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আম্ফান দুর্গত শ্রমিক শ্রেণীর মানুষজনদের মুখে হাসি ফোটাতে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লার একান্ত প্রচেষ্টায় ও

খেটে খাওয়া শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ। আম্ফানের তান্ডবে বাড়িঘর গাছপালা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে।কাজকর্ম হারিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অসহায় পরিবার গুলো পড়েছিলেন চরম সংকটে।বিশেষ করে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার বোদরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রমিক স্থানীয় বোদরা গ্রামপঞ্চায়েত উপপ্রধান তথা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাদিকুল দপ্তরী নেতৃত্বে বোদরা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় শুরু হয়েছে ১০০ দিনের কাজ। আম্ফান বিধ্বস্ত পরিবার গুলো ১০০ দিনের কাজ পেয়ে খুশি।

আম্ফান ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিলি জয়হিন্দ বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুপার সাইক্লোন দীর্ঘ প্রায় ২০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে ও আম্ফান দুঃস্থদের মেলেনি কোনও ত্রাণ। অসহায় আম্ফান বিধ্বস্ত মানুষজন দিন কাটাচ্ছেন চরম দুর্দশার মধ্যে। অসহায় পরিবার গুলোর দুঃখ দুর্দশা দেখে ত্রাণ দিতে এগিয়ে এলেন তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনী। মঙ্গলবার দুপুরে ক্যানিংয়ের রাজারলাট পাড়া এলাকার প্রায় ৩৫০ আম্ফান বিধ্বস্ত পরিবারের হাতে চাল,ডাল,আলু,ত্রিপল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেয়।

এদিন এই ত্রাণ বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,বিকাশ মজুমদার,জয়হিন্দ বাহিনীর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি পল্লব কান্তি ঘোষ,জেলা সম্পাদক শুভেন্দু মন্ডল, তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর ক্যানিং ১ ব্লকের সভাপতি সত্য পার্শী,সমাজসেবী অরিত্র বোস,কবি ফারুক আহমেদ সরদার সহ সদস্যরা।

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিক্ষক, বিদগ্ধ লেখক ও সাহিত্যিক ডক্টর শচীন্দ্র নাথ বড়পণ্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিক্ষক, বিদগ্ধ লেখক ও সাহিত্যিক ডক্টর শচীন্দ্র নাথ বড়পণ্ডা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার মৈতনা গ্রামে ১৯৪০ সালে এই লেখক তথা বাংলা সাহিত্যের সুবিখ্যাত গবেষক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত ব্রজমোহন, মাতা স্বর্গীয়া রাজেশ্বরী দেবী। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে সারাজীবন বাংলা সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে অবিরাম গবেষণা করে গিয়েছেন এই অকৃতদার মানুষটি। বাংলা ব্যঙ্গ সাহিত্যের উপর গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘকাল হুগলি জেলার গরলগাছা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার সময় তাঁর বিভিন্ন ক্লাসের বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা সংক্রান্ত অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয় যা আজও ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত এবং অমূল্য দলিল হিসেবে পরিগণিত। অবসর গ্রহণের পরে পুরোপুরি লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময় তার বহু বই নানা বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা বই যেমন 'সেকালের বাংলা সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্রের ব্যঙ্গ রচনা', 'জেনে রাখা ভালো', 'প্রান্তিক ও অবহেলিতদের গল্প', 'সেকালের কলকাতার কিংবদন্তী কাহিনী', 'নদী বাংলোর রহস্য ও অন্যান্য গল্প' সহ বহু প্রবন্ধ বিদগ্ধ মহলে সমাদৃত ও জনপ্রিয়। বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রে তিনি একজন পুস্তক সমালোচক হিসেবেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যিক বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রে তিনি একজন পুস্তক

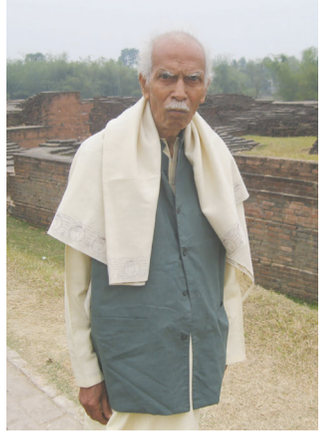

সমালোচক হিসেবেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর শেষ কাজ ছিল আত্মজীবনী লেখা। আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন 'দেশের সেই অস্থির সময়'। এই লেখাটি তিনি শেষ করে গিয়েছেন। আর কিছুদিনের মধ্যে আনন্দ প্রকাশন থেকে বইটি বেরোবে। আক্ষেপের বিষয়, এই বইটি তিনি আর দেখে যেতে পারলেন না। শুধু লেখালেখি বা পড়ানো নয়, সারা জীবন নানা সামাজিক কাজে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। চন্দনপুর বীরেন্দ্র স্মৃতি লাইব্রেরির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সেখানকার দুর্গা পুজো কমিটির টানা ২৫ বছরের সভাপতি, ডেমুরিয়া রথতলা সমাজ কল্যাণ পরিষদের আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে রেখে গেলেন ভ্রাতুষ্পুত্র পুলক বড়পণ্ডা, ডক্টর দীপক বড়পণ্ডা, ভ্রাতুষ্পুত্রী নিলিমা পঞ্চাধ্যায়ী, নাতি নাতনি সহ অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও তাঁর গুণমুগ্ধদের।

নদীবাঁধ পরিদর্শনে গিয়ে ২২০ টি পরিবার কে ত্রাণ লোকমানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের মাটির সাথে নাড়ির টান। তাই তিনি সুন্দরবনবাসীর বিপদে আপদে পরিত্রাতা হিসাবে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা তথা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য এবং কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির কর্ণধার।বৃহস্পতিবার সকালে বেরিয়েছিলেন আম্ফান ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে।ঘুরে দেখলেন দক্ষিণ সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভরতগড় গ্রামপঞ্চায়েতের ২,৩,৪ নম্বর ভরতগড় ও আনন্দবাদ এলাকার নদীবাঁধ ভাঙন এলকা পরিদর্শন করেন।২০মে আম্ফানের তান্ডবে মাতলা নদীর প্রায় এক কিলোমিটার নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় এলাকার মানুষ খুব বিপন্ন। নদীর লবণাক্ত নোনাজলে নিমজ্জিত সমগ্র এলাকা।অসহায় আশ্রয়হীন বিপন্ন মানুষ খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন।অসহায় মানুষের সাথে একান্তে কথা বলে তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা শোনেন। এলাকাগুলির বাস্তব চিত্র সরেজমিনে খতিয়ে দেখে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রায় ২২০ টি আম্ফান বিধ্বস্ত পরিবারের হাতে ত্রিপল সহ পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

লোকমান বাবু জানিয়েছেন, বাঁধ মেরামতের কাজ যাতে করে দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং শক্ত নদীবাঁধ নির্মিত হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্বাহী বাস্তকার (Executive Engineer)এর সাথে কথা বলে আবেদন জানিয়েছেন।

পাশাপাশি জলমগ্ন এলাকাগুলি পানীয় জল ও সরবরাহ করার জন্য । কারণ পুকুরের জল ব্যবহার যোগ্য নয়। ফলে এলাকার মানুষজন রয়েছেন সংকটে। বিষয়টি বাসন্তীর বিডিওকে জানিয়েছি।

অন্যদিকে প্রশাসন সূত্রের খবর, আম্ফান ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে স্বাভাবিক ছন্দে জীবনজীবিকা নির্বাহ করতে পারেন তার জন্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের কে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

খুললো মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি: লকডাউনের জন্য দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে খুলে গেলো সাঁইথিয়া নন্দিকেশ্বরী মন্দির,বোলপুর কঙ্কালীতলা মন্দির,নলহাটি নলাটেশ্বরী মন্দির,লাভপুর ফুল্লরা মন্দির । কিন্তু বক্রেশ্বর শিবমন্দির আগামী ১৪ জুন এবং তারাপীঠ মন্দির আগামী ১৫জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে মন্দিরসূত্রে জানা গিয়েছে।

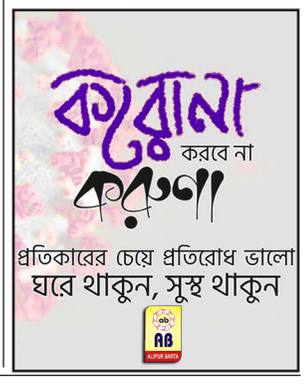

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com